International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-V, March 2017, Page No. 24-38
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

দ্ব্যণুক বিভাজন পেরিয়ে : মুক্তি প্রসঙ্গে রাবীন্দ্রিক বিকল্প চেতনা

অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
Assistant Professor, Dept. of Political Science, Muc Womens' College, B.C. Road, Burdwan

Abstract

It is not an exaggeration to claim that colonialism as a multifaceted process evoked great amount of anxiety among indigenous paternal authority that is perceived to be impotent. Nationalism on the other hand delivered immense confidence to this defeated patriarchy. However, as strategy of countering colonial dominance it could never escape from the seductive spell of hyper-masculine philosophy of their colonial master. Tagore criticises this cross national zero-sum game and growing impersonalization of violence as a mode of self-engineering and self-preservation that nationalism was constantly indulging. He further unmasked it to reveal the sexist philosophy hidden within its core. The present article attempts to highlight the contradiction hidden within the nationalist discourse that claims to be emancipatory yet preserves its patriarchal ethos and focuses on the celebrated novel Ghare-Baire (1916). The novel challenges the chauvinistic love for one's own country; reveals how as praxis, nationalism manipulates individuals for achieving amoral priorities and affects women differently than her male counterpart. Nationalism also romanticises the redemptive love of woman that could nurture and restore political and social potency of damaged masculinity. Tagore interrupts this sentimental figuration of woman as he refuses to romanticise her and dissented from the nationalist deployment of woman in the rhetoric of 'home'. He inflates gender as a category differently for his emancipated narrative showing that it is as much error to idealize as to abject woman. He interrogated gender categories of 'home'and 'world' in nationalist discourse, particularly fetishization of woman as repository of the essence of nation.

Key Words: Hyper-masculine, im- personalization, discourse, chauvinistic, redemptive

প্রভুত্বস্থাপনের প্রকরণ হিসেবে উপনিবেশবাদের রয়েছে এক আশ্চর্য শরীরধারণের ক্ষমতা। আর ঠিক সে কারণেই যেকোনও বিশ্লেষণের আর্শিতে প্রক্রিয়াটির বিচিত্র সব প্রতিবিম্ব নির্মিত হয়। প্রতিবিম্বগুলির সমাপতন শেষ পর্যন্ত নির্দেশ করে এক অত্যাশ্চর্য জটিল পরিসরকে, যে পরিসরকে ঘিরে ফেলতে চায়, সরল সমীকরণে বেঁধে নিতে চায় তাবড় তাবড় 'মেটান্যারেটিভ' বা 'মহাআখ্যান'। অথচ 'মহাআখ্যান'-এর বিশ্লেষণ বৃত্তের বাইরে থেকে যায় অনেকখানি। অর্থনীতির অঙ্ক কষে বা রাজনৈতিক প্রভুত্বস্থাপনের অনুপুঙ্খ ইতিহাস দর্শিয়ে সহজ অঙ্ক কষা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। আর সরলীকরণের এই খেলাতেই (এবং প্রাধান্যকারী বৌদ্ধিক চর্চায়ও বটে) অর্থনৈতিক প্রভুত্ব থেকে ভূখণ্ডগত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভুত্বে উত্তরণের একরৈখিক কাহিনিই হয়ে ওঠে 'উপনিবেশবাদ'। অন্যদিকে এর বিপরীতে অনেকান্ত প্রতিরোধের মানচিত্রেও প্রাধান্যকারী হয়ে ওঠে 'জাতীয়তাবাদী' সন্দর্ভগুলি। সম্ভবত এখানেই

তৈরী হয়ে যায় উপনিবেশবাদ এবং জাতীয়তাবাদকে পরস্পর বিপরীত 'বর্গ' (category) হিসেবে দর্শিয়ে ফেলার ভয়ংকর সম্ভাবনা।

কারণ এটা দাবি করা হয়তো একেবারেই সঙ্গত হবে না যে, 'উপনিবেশবাদ' ও 'প্রতিরোধমূলক জাতীয়তাবাদ' এই দুটি প্রক্রিয়া অনিবার্যভাবে একে অপরের বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে 'জাতীয়তাবাদ' মাত্র-ই তা উপনিবেশবাদী দর্শনের সংস্পর্শমুক্ত একটি অসংক্রমিত প্রতিস্পর্ধা নয়। বিষয়টি অবশ্য বেশ বিতর্কিত এবং বহুমুখী। ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, উপনিবেশবাদ এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রভুত্বকারী এবং প্রভুত্বাধীন উভয় জনসমাজকেই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি মনস্তাত্ত্বিকভাবে পুনর্নির্মাণ করে। তাই প্রভুত্বস্থাপনের বিশেষ প্রকরণ হিসেবে উপনিবেশবাদকে নিতান্ত নিরীহ একটি অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রকরণ হিসেবে চিহ্নিত করার কোনও কারণই দেখেননি সমাজতাত্ত্বিকদের একটি বড় অংশ। আঁমে সেজেয়ার (১৯২২)[১], ফ্রানজ ফাঁনো (২০০৮)[২] থেকে হোমি ভাবার (২০১২)[৩] মত উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকেরা যেমন, তেমন-ই আশিষ নন্দী (১৯৯৮)[৪], পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (২০১১)[৫] মত তাত্ত্বিক-বিশ্লেষকেরাও মনে করেন যে উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্ভবতঃ মননস্তরেই। তাই এটা দাবি করা হয়তো ঠিক হবে না যে, যেকোনও 'সন্দর্ভ' বা 'অনুশীলন' (যেমন 'জাতীয়তাবাদী')- যা ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা সম্পূর্ণরূপে ঔপনিবেশিক প্রভাব ও প্রেক্ষিত নিরপেক্ষ। হোমি ভাবা যেমন দাবি করেন যে, ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে বিষয়ীর যে পুনর্নির্মাণ সংঘটিত হয় তা তৈরি করে এক 'সংকর অস্মিতা' (hybrid-identity), যাকে কোনও সারসত্তাবাদী অবস্থান (essentialist position) থেকে বিশ্লেষণ করা যায়না। ফলতঃ প্রশ্ন এসেই যায় যে, যদি এই সর্বগ্রাসী প্রক্রিয়া উপনিবেশে শোষিত জনসমাজের মননস্তরকে আচ্ছন্ন করতে সক্ষম হয় তবে কিভাবে সেই মানুষগুলির প্রতিরোধকে নির্ভেজাল, অসংক্রামিত প্রতিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করব? কিভাবে প্রমাণ করব যে, প্রভুত্বকারীর ভাষাকে পুরোপুরি বর্জন করে গড়ে ওঠে প্রতিরোধকারীর প্রতিরোধের কর্মসূচী। আর এই জটিলতাকে আরেকটু উস্কে দেওয়া যায়, যদি নিয়ে আসা যায় 'বিষয়ী' (Subject) হিসেবে নারীর ভূমিকা। কারণ 'নারী' তো কেবল ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের শিকার নয়, নারী শোষিত ও নিপীড়িত প্রভুত্বাধীন 'পুরুষতন্ত্রের' দ্বারা-ও। উপনিবেশবাদ যে এই শোষণ পীড়নের ইতিহাসে নয়া একটি বাঁক নির্মাণ করে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল মুক্তিকামী প্রভুত্বাধীনের জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধে কী ভূমিকা পেল নারী? কিভাবেই বা দুই পুরুষতন্ত্রের মধ্যে গড়ে ওঠা নতুন সমীকরণে নারী তার স্থানটিকে শনাক্ত করল? অথবা মেনে নিল তার জন্য শনাক্ত হয়ে যাওয়া স্থানটিকে। অর্থাৎ আলোচনার জটিলতা আরও একধাপ এগিয়ে গেল এই প্রশ্নকে সামনে রেখে যে, প্রভুত্ব থেকে 'মুক্তি'-র অর্থ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক হতে পারে কি? দুটি পুরুষতন্ত্রের অভিসন্ধিগত মিল ও অমিলকে জাতীয়তাবাদী 'মুক্তি'র সোজা সহজ ছাঁচে প্রতিহত করা কি সম্ভব হল 'বিষয়ী' (Subject) নারীর পক্ষে? কারণ প্রভুত্বকারী প্রভুত্বাধীনের মধ্যে যে ক্ষমতাগত রাজনীতি তা মূলতঃ পৌরুষ ও বাহুবলকেন্দ্রিক। সেখানে অকিঞ্চিৎকর হয়ে গিয়েছে প্রভুত্বাধীন 'নারী', সম্ভবতঃ উপনিবেশের আনুষ্ঠানিক অবসান যার মুক্তিকে চিহ্নিত করেনা।

শুধু তাই নয়, প্রশ্ন উঠতে পারে জাতীয়তাবাদের দর্শনকে নিয়েও। বাহুবল ও ক্ষাত্রধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিকামী জাতীয়তাবাদী অ্যাজেন্ডার হৃদয়বিশ্ব কি শেষপর্যন্ত লিঙ্গ প্রশ্নে নির্মোহ? সত্যিই কি জাতীয়তাবাদী সন্দর্ভ বা অনুশীলনের নেই কোনও যৌন-রাজনীতি? বিষয়টিকে নিয়ে খুব মনোজ্ঞ আলোচনা আমরা পাই আশিষ নন্দীর কাছে, তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়বাদী জটিল মনস্তত্ত্বকে উন্মোচিত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদী উত্থানকে দেখতে হবে এক জটিল 'ইডিপাল-সংকটের' ভিত্তিতে, কারণ উপনিবেশবাদ শেষপর্যন্ত প্রভুত্বকারী পিতা আর প্রভুত্বাধীন পুত্রের মধ্যে তৈরি হওয়া সাম্পর্কিক জটিলতারই মূর্তরূপ। প্রভুত্বকারী ঔপনিবেশিক শক্তি এক্ষেত্রে প্রভুত্বাধীন দেশীয় পুরুষ সমাজের এক প্রতীকী 'নির্বীর্যকরণ' (castration) ঘটায়; যা প্রভুত্বাধীন পুরুষতন্ত্রের আত্মবিশ্বাসে বিরল আঘাত হানে। আর এই আঘাত তাকে অতিসচেতন করে তোলে। সে তার নিখিল অস্তিত্বের মধ্যে গেঁথে নেয় হিংসাশ্রয়ী লুণ্ঠনের আর অনুপ্রবেশের দর্শনকে। আর এই হৃতপৌরুষ

পুনরুদ্ধারে তার হাতিয়ার হয়ে ওঠে এক অতিপুরুষালী (hypermasculine) সন্দর্ভ (discourse) 'জাতীয়তাবাদ'। শিশুপুত্রের পরিবারস্থ নারীর প্রতি যে যৌন আকর্ষণ তাই তাকে যৌবনে পিতৃহত্যায় সামিল করে। পরে পিতৃহত্যার গ্লানি ও অনুশোচনার হাত থেকে মুক্তি পেতে সে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয় তার প্রবল যৌন আকাঙ্ক্ষা। তৈরি হয় 'সভ্যতা' আর 'অবদমন'-এর যৌথ অনুশীলন। পিতার পরিচয়, পিতার শৃঙ্খলা, পিতার ভাষায় বশংবদ হয়ে ওঠা। ঠিক যেভাবে উপনিবেশের প্রেক্ষিতে প্রভুত্বাধীন পুরুষসমাজ নিজেকে প্রভুত্বকারী পুরুষ সমাজের নীতিমানে (normative values) বিজারিত করে। আর প্রভুত্বাধীনের হৃদয়বিশ্ব আচ্ছন্ন করে ফেলে 'জাতীয়তাবাদী' দর্শন যা সক্ষমতার এক ভ্রান্ত স্বপ্ন দেখায়। তবে এক্ষেত্রে যেকোনও সারসত্তাবাদী অবস্থান থেকে একধরনের সবিচারলব্ধ দূরত্ব রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ একথা বলা হয়তো ঠিক হবে না যে, তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিকামী জাতীয়তাবাদী জনসমাজ হুবহু তার ঔপনিবেশিক পিতার অতি-পুরুষালী যুক্তিকাঠামোর অধীনস্ত হিসেবে তাদের জাতীয়তাবাদী 'অ্যাজেন্ডা' নির্মাণ করেছিল। কিন্তু একথাও বলা সম্ভবতঃ অনুচিত হবে না যে, উপনিবেশায়িত জনসমাজ তার নিজের ঐতিহ্যের মধ্যেও খুঁজে বেড়িয়েছিল সমজাতীয় প্রতিরোধের ভাষা- যেমনটি বলেন নন্দী 'Crucial to this cultural cooption was the process psychoanalysis calls identification with the aggressor… In the colonial culture, identification with the aggressor bound the rulers and the ruled in an unbreakalde dyadic relation…Many Indians in turn saw their salvation in becoming more like the British in friendship or in enmity. They may not have fully shored the British idea of the martial races the hypermasculine manifestly courageous, superbly loyal Indian casts and subcultures mirroring the British middle class sexual stereotype but they did resurrect the ideology of the martial races latent in the traditional Indian concept of state craft and gave the idea a new centrality.[৭] অর্থাৎ 'জাতীয়তাবাদ' যা তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণকে আবেগমথিত করে তুলেছিল, ঔপনিবেশিক শাসন ত্রাসনের বন্ধনকে ছিন্ন করতে প্রনোদন জুগিয়েছিল তা শেষপর্যন্ত কিন্তু প্রভুত্বকারীর রাজনীতির ভাষা ও দর্শনের সংস্পর্শমুক্ত ছিলনা। বরং প্রভুত্বকারীর অতিপুরুষালী চেতনায় বিজারিত জাতীয়তাবাদী কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার পেয়েছিল সেইসব বিষয়গুলিই; যা সুনিশ্চিত করেছিল বিজিত জনসমাজের পৌরুষের পুনঃস্থাপন। প্রশ্ন হল এই 'জয়ী' ও 'পরাজিত' পুরুষতন্ত্রের পেশীশক্তি আস্ফালনের মধ্যে জন্ম নিল যে জাতীয়তাবাদ, সেই জাতীয়তাবাদী কর্মসূচীতে 'নারী' বা সঠিকভাবে বলতে গেলে বিষয়ী (Subject) হিসেবে 'নারী' ঠিক কোথায় অবস্থিত?

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, ক্ষমতাগত প্রশ্নে দেশীয় পুরুষতন্ত্র গণপরিসরে যে গরিমা হারাচ্ছিল তাকে পুনরুদ্ধারের পরিসর হিসেবে সে বেছে নেয় 'অন্দর' (private)-কে, যে অন্দর মূলস্রোত পুরুষতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তায় নারীর বিচরণক্ষেত্র। এস থারু এবং কে. ললিতা[৮] তাঁদের 'ওম্যান'স রাইটিং ইন ইন্ডিয়া' সম্পাদকীয়তে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, উপনিবেশবাদী প্রক্রিয়ায় বিদেশী প্রভুশক্তি দেশীয় পুরুষসমাজের কাছ থেকে যে গণপরিসর ছিনিয়ে নিয়েছিল তাই তাকে অত্যধিক আত্মসচেতন করে তোলে। এই আত্মসচেতনতা এবং অবদমিত আক্রোশবোধ থেকেই দেশীয় পুরুষতন্ত্র পারিবারিক গণ্ডিকে আরও রক্ষণশীলতার মোড়কে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করে। ফলত নারী এবং তার তথাকথিত বিচরণক্ষেত্র 'পরিবার' হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য। বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়[৯] বলছেন যে, উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে গৃহপরিসরকে 'অস্পৃষ্ট' এবং 'পবিত্র' করে রাখার যে প্রয়াস তার মধ্যে দিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিটি শক্ত হয়ে ওঠে। উপনিবেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে নারীকে গণপরিসরে অবতীর্ণ করতে চাওয়ার প্রয়াস যে খুব বিরল এমন হয়তো নয়, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই এই আলোকপ্রাপ্তি 'নারীকে' প্রকৃত 'বিষয়ী' বা 'Subject' হয়ে উঠতে দেয়নি, বরং বহুক্ষেত্রেই জাতি শুদ্ধতা বজায় রাখতে ও জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্প্রসারণের উপযুক্ত হাতিয়ার হিসেবে নারীকে গড়ে তুলতে চেয়েছে। প্রসঙ্গত রোজালিন্ড ও হ্যানলন[১০] বলেন,

আত্মনিয়ন্ত্রণের দীক্ষামন্ত্র হিসেবে নয়, ভিক্টোরিয় রক্ষণশীলতায় পশ্চিমী নারীশিক্ষা ছিল গতে বাঁধা যা নারীকে 'আদর্শ' নারীর কর্তব্য বিষয়ে পুরুষতান্ত্রিক চেতনায় জারিত করতে যেমন চেয়েছিল, তেমন চেয়েছিল নারীকে দৈহিক ও সামাজিক নৈতিকতা বিষয়ে সচেতন করে পরিবারকে সাংস্কৃতিক সংক্রমণ থেকে মুক্ত করতে। প্রভুত্বকারী পুরুষতন্ত্র কিভাবে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের কালপর্বে 'নারী'-কে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল তার সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করতে সে বিষয়ে একটি অনুপুঙ্খ বিবৃতি মেলে অ্যানে ম্যাকক্লিনটকের[১১] রচনায়। তিনি মনে করেন নারীকে গার্হস্থ্য পরিসরে গণ্ডিবদ্ধ করে দেওয়া বিষয়টি আসলে উপনিবেশবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষার-ই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অ্যানে দেখান যে, ভিক্টোরিয় ব্রিটেনে ঔপনিবেশিক জাত্যাভিমান তৈরি হওয়ার সাথে সাথে জাতিসত্তার বিশুদ্ধতা রক্ষণে নারীর শারীরিক পবিত্রতা রক্ষণ, বিজাতীয় পুরুষ সংসর্গ নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদির মত বিষয়গুলি যেমন পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের মধ্যস্থতায় আরও জোরদার হয়ে উঠল তেমনই জাতিবিশুদ্ধতা রক্ষার তাগিদে চলতে লাগল মাতৃত্বের উদ্‌যাপন। বলাবাহুল্য প্রভুত্বকারী পুরুষতন্ত্রের এই দর্শন থেকে খুব কিছু পৃথক ছিলনা প্রভুত্বাধীন পুরুষতন্ত্রের জীবনচর্যা। প্রসঙ্গত তনিকা সরকার[১২] লিখছেন, বৈবাহিক নিয়মের কঠোর অনুসরণ অনেক ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে দেশীয় পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রাখার পন্থা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে যাবতীয় কর্তব্য বর্তেছে নারীর উপর। শুধু তাই নয় জাতীয়তাবাদী কর্মসূচী যত তীক্ষ্ণ ও হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে ততই তাতে দরকার হয়েছে 'দেবী', 'মা', 'প্রেমিকা'-র মত স্ত্রীলিঙ্গ চিহ্নিত সঞ্জীবন মন্ত্র। বিশ্লেষক সমীর দয়াল প্রসঙ্গক্রমে খুব সমীচিনভাবেই বলেছেন Nationalist discourses romanticized the redemptive love of a woman that could nurture and restore the political and social potencies of damaged masculinity in the context of the long and often disheartening struggle against colonial subjugation and that could safeguard the cultural essence of Indianness. [১৩] অতিরঞ্জনের এই খেলায় নারীর বিষয়ীগততা (subjectivity) প্রশ্নটি বারবারই ঘুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু একই সাথে এটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে 'বিষয়ী' হিসেবে নারীর অবস্থান এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই কৃত্রিম ও আরোপিত। যে আরোপন প্রয়োজন ছিল অতিপুরুষালী চেতনা সর্বস্ব জাতীয়তাবাদী প্রকল্পটিকে বৈধতা দিতে। শুধু তাই নয়, নারীর এই বিষয়ে বিষয়ীগততার স্বীকৃতি কিন্তু অত্যন্ত সাময়িক, একবার মুক্তির লক্ষ্যপূরণ হলে এই 'বিষয়ীগততা' (subjectivity) পুনরায় হস্তান্তরিত হয়েছে মাতৃভূমি উদ্ধারকারী পুরুষবাহিনীর হাতেই।

(৩)

এই বিস্তৃত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখতে চেষ্টা করব রাবীন্দ্রিক সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজচর্চায় বিষয়টি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আপাতভাবে লৈঙ্গিক প্রশ্নে উদাসীন থাকা প্রতিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার হিংসাশ্রয়ী পৌরুষাশ্রিত দর্শনের প্রকৃত স্বরূপকে কিভাবে উন্মোচিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিভাবে কবি তার বিরল দূরদৃষ্টির সহায়তায় দেখিয়েছেন যে, জাতীয়তাবাদ কেবল হৃদয়বিবর্জিত একটি বিমানবীকরণের দর্শনই নয়, বরং সংকীর্ণ উদ্দেশ্যসাধনে তা বিষয়ীকে ব্যবহার ও বিতাড়নের দর্শনও বটে।

কিন্তু জাতীয়তাবাদী চেতনার লিঙ্গ পক্ষপাতী চরিত্রটিকে রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বিশ্লেষণের সময় সবক্ষেত্রেই আমাদের একধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। কারণ কবির অবস্থান এক্ষেত্রে কোনও তাত্ত্বিক অবস্থানের অন্ধ অনুকরণ নয়, এমনকি নারীবাদী বিশ্লেষণের পরিচিত রণকৌশলে সবসময় ধরাও যাবে না বিষয়টিকে। এক্ষেত্রে আমাদের যেমন পরিচিত লৈঙ্গিক বাইনারিগুলি থেকে একধরণের সবিচারলব্ধ ও সচেতন দূরত্ব রাখতে হবে, তেমনই দূরত্ব রাখতে হবে লিঙ্গ রাজনীতির পক্ষ-প্রতিপক্ষের পরিচিত বাদানুবাদ থেকে। শুধু তাই নয়, বিষয়টির জটিলতার প্রতি সুবিচার করতে অনেক ক্ষেত্রে তুলে আনতে হবে এমন অনেক প্রেক্ষিত বা কবিসৃষ্টি যা স্পষ্টতঃ কোনও রাজনৈতিক বক্তব্যে সরব নয়। প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে এই জটিল বহুমাত্রিক বিষয়টিকে বিশ্লেষণের খাতিরে আমরা বেছে নেব 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি। কারণ ১৯১৬ সালে প্রকাশিত মোট আঠারোটি পরিচ্ছেদে

ছড়িয়ে থাকা এই উপন্যাসটির মধ্যে রয়েছে অভাবনীয় ও অজস্র পাঠ সম্ভাবনা। ‘সবুজপত্রে’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই বিষয়বস্তু ও র‍্যাডিক্যাল দর্শনের ধারক হিসেবে উপন্যাসটি তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়ে। প্রতিক্রিয়াগুলি এতখানি তীব্র ছিল যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ১৩২২ বঙ্গাব্দে ‘সবুজপত্রের’ অগ্রহায়ণ সংখ্যাতে টীকাটিপ্পনী শিরোণামে এক প্রবন্ধ লেখেন। কবি লিখছেন, ‘দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পাঠকদের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু গল্পকে মত বলে দেখবার কোনও দরকার নেই, গল্প বলেই দেখতে হবে... যদি বলা যায় গল্পের খাতিরের চেয়ে দেশের খাতির বড়ো তবে সেকথা পাঠকসম্বন্ধেও যেমন খাটে লেখক সম্বন্ধেও তেমনি। তাঁর সাময়িক একদল পাঠক তাঁকে বাহবা দেবে একথা লেখকের ভাববার নয়। তিনি ভাববেন তাঁর গল্পটি ঠিকমত হওয়া চাই। তাও যদি তাকে ভাবতে দেওয়া না যায় তবে দেশের ভালো হয় এই কথাই যেন তিনি ভাবেন, দেশ তাকে ভালো বলে একথা নয়।’[১৪] উপন্যাসটির প্রাধান্যশীল জাতীয়তাবাদবিরোধী মূল সুরটি যে স্বদেশী আন্দোলনে উত্তাল ভারতবর্ষীয় জনসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে সেটি সম্ভবতঃ কবির অজানা ছিলনা। কবির জাতীয়তাবাদ-বিরোধী স্বদেশপ্রেমকে বোঝার বা বুঝতে চেষ্টা করার স্থৈর্য ও গভীরতার অভাব যে মূলস্রোতের কাছে প্রত্যাশিতই ছিল সেটা বোধ হয় আলাদা করে বলতে হয়না। আমরা এক্ষেত্রে কবি রাজনৈতিক পন্থা ও দর্শন হিসেবে জাতীয়তাবাদকে যেভাবে একটি আপোষহীন অবস্থান থেকে ক্রিটিক করেন এবং সেই ক্রিটিকের তীব্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনায় এগোব না। কারণ সে বিষয়ে আলোচনার ও গবেষণার কোনও অভাব নেই। বরং আমরা দেখতে চেষ্টা করব জাতীয়তাবাদী চেতনার/দর্শনের মূলকে প্রশ্ন করার সাথে সাথে কিভাবে উপন্যাসটি ধাক্কা দিয়েছিল অনেকগুলি পুরুষতান্ত্রিক অভ্যাস ও পূর্বতঃসিদ্ধকে। যে অভ্যাস ও পূর্বতঃসিদ্ধগুলিকে অনেকক্ষেত্রেই ধারণ করেছিল জাতীয়তাবাদ। তাই অনেকক্ষেত্রেই উপন্যাসটির বিরুদ্ধে অনৈতিকতা ও স্থূলতার অভিযোগ ওঠে। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ (১৩২৩) সংখ্যায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যেমন বলছেন, ‘রবীন্দ্রবাবুর ঘরে-বাইরে-তে কোনও কল্পিত আদর্শ বা কোনও নিত্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুধু পাওয়া গিয়াছে উদ্দাম কামপ্রবৃত্তির পোষাকীরূপ... শুধু আদর্শের দিক দিয়া নহে। সাধারণ ও সার্বজনীন নৈতিক জীবনের মাপকাঠিতে রবিবাবুর বাস্তব একেবারেই হীন, অসঙ্গত।’[১৫] আবার কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জনৈক সমালোচক ‘সাহিত্য’ ভাদ্র (১৩২৪) সংখ্যায় লিখছেন, ‘...সতীকে সতী, প্রেমিকাকে প্রেমিক ও রসিককে রসিক সাজাইয়া যাঁহারা উপন্যাস রচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদের উপর টেক্কা দিতে হইলে অসতীকে সতী, অপ্রেমিককে প্রেমিক ও অরসিককে রসিক করিয়া উপন্যাস রচনা করিতে হয়। নতুবা সে উপন্যাসের বৈচিত্র্য থাকে না।’[১৬] রবীন্দ্রনাথ এই বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছেন... যে বিমলার পাপ ও হীনতার ছবি আদর্শ সভ্যজগতের নিখিলেশকেও বিচলিত করিয়াছে, তাহা সমগ্র মানবজাতির বুকে বোঝা। ইহা বাংলা সাহিত্যে প্রভাবশালী রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত দান বলিয়া গ্রহণ করা যায়না।’ আসলে কেবল জাতীয়তাবাদ প্রশ্নেই নয়, বিষয়টির সাথে জড়িত পুরুষতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তাতেও এক ভয়াবহ আঘাত হানেন কবি। আর তাই তার বিরুদ্ধে আক্রমণের ভাষা অনেকক্ষেত্রে সভ্যতার মাত্রা অতিক্রম করে। ১৩২৬, ‘অর্চনা’ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে শীর্ষক কবিতায় তাই লিখছেন,

হে মহাপাতক হিন্দু! তব পুণ্য গেহ
করিওনা কলঙ্কিত, আর্য্যরক্ত দেহে
ধর যদি একবিন্দু একটি শিরায়
যদি শুদ্ধ শুচিতার একটি রেখায়
শুভ্র থাকে ও চিত্তের এক তিলস্থান
যে পবিত্র সীতা নামে ধন্য আর্যদেশ
যেথা স্বপ্নে পাপচিহ্ন করে না প্রবেশ
সেই শ্বেত সরোজের অমল ধবলে
আর্য্যহৃদয়ের সেই পূজার কমলে

কালিমায় ছায় দিতে যাহার সৃজন
আর্যকর যেন নাহি করে পরশন...
হায় বঙ্গ! যে কবির বীণায় আপনি
শুদ্ধশুচি সতীত্বের তেজ জ্যোতির্ময়
সীতা-চিত্তে কল্পিয়াছে পাপিষ্ঠ আশয়
তার হাতে আর্যনারী বিমলার প্রায়
যথেচ্ছাচারিণী হবে, কি আশ্চর্য্য তায়?[১৭]

(৪)

কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন এই বিপুল প্রতিক্রিয়া? সে কি কেবল উপন্যাসটির প্রাধান্যকারী জাতীয়তাবাদ বিরোধী সুরটির জন্যইন? চড়া সুরে চলতে থাকা জাতীয়তাবাদপন্থী ও জাতীয়তাবাদবিরোধী পক্ষ ও প্রতিপক্ষের বাদানুবাদের মধ্যেই কি আটকে যায় উপন্যাসটির পাঠ সম্ভাবনাগুলি। লিঙ্গ-রাজনীতির এক গভীর কথোপকথন কি অনুরণিত হয় না এই বিপুল সম্ভাবনাময় সৃষ্টির অধ্যায়গুলিতে? উপন্যাসটি কি আমাদের দাঁড় করায় না এমন অনেক বিশ্বাসের সামনে যাদের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য আমাদের পক্ষে বেশ স্বস্তিকর ছিল? 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি কি স্বয়ং-ই হয়ে ওঠে না অনেকগুলি উপনিবেশিত অস্তিত্বের দ্বিধাময় সংগ্রাম? বিচ্যুতি এবং উত্তরণের দলিল? যেখানে 'গৃহপরিসর/গণপরিসর', 'নৈতিক'/ 'রাজনৈতিক', 'নারীসুলভ'/'পুরুষোচিত' এই বাইনারিগুলি তাদের পরিচিত সীমারেখাগুলিকে অতিক্রম করে যায়। আর অতিক্রমণের এই প্রক্রিয়া কোথায় যেন ভারসাম্যহীন করে দেয় এমন অনেক বিশ্বাসকে যা আমাদের মধ্যে একধরনের আপাত স্থিতাবস্থা দিয়েছিল। আর স্থিতাবস্থার এই অপনয়নের মাধ্যমেই কবি তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যান। কবি শুনিয়ে চলেন এক নিরন্তর কথোপকথন। যদিও এই কথোপকথন চরিত্রগুলির নিজের সাথেই। আর এই কথোপকথনের সূত্রেই তৈরি হয় অনেকগুলি 'হয়ে ওঠা'র গল্প এবং সেই 'হয়ে ওঠা'র গল্পগুলি ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে একটি অনবদ্য 'ডাইমেনশন' পেয়ে যায়। কারণ কাহিনিতে প্রধান্যশীল ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতটি ঔপনিবেশিক প্রভু-সংস্কৃতির সাথে গ্রহণে- বর্জনে অনেকগুলি জটিল সম্পর্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। উপন্যাসের অন্যতম মূল চরিত্র নিখিলেশ একজন প্রজ্ঞাবান পুরুষ। যিনি ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও লিঙ্গ প্রশ্নে সহনশীল এবং বিচক্ষণ। নিখিলেশ এমনই এক ব্যক্তিত্ব যিনি সামাজিক অভ্যাস এবং পূর্বতঃসিদ্ধগুলিকে প্রশ্নহীন আনুগত্যে স্বীকার করেন না। স্থিতধী ও আত্মস্থ নিখিলেশ ব্যক্তিগত জীবনের চরম আঘাতগুলিতে বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু উপন্যাস যত এগোয় ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে এই অভিঘাতগুলিকেই নিখিলেশ আত্মগঠনের প্রকরণে পর্যবসিত করতে চায়। উপন্যাসটিতে নিখিলেশ যেমন একটি হয়ে ওঠার কাহিনি শোনায় তেমনই শোনায় নিখিলেশের স্ত্রী বিমলা, যার অন্তর্বিশ্ব গভীর দোদুলমানতায় বড় বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি বশংবদতাকে সে যেমন খারিজ করতে পারে না, তেমনই খারিজ করতে পারে না সন্দীপের প্রতি তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বোধকে। স্বামী নিখিলেশের প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের তল পায়না বিমলা, বরং তার কাছে অনেক বেশি প্রার্থিত হয়ে ওঠে পৌরুষদৃপ্ত সন্দীপের সঙ্গ। কিন্তু কোথাও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিতর তৈরি হওয়া বিমলার অন্তর্বিশ্ব এক গভীর পাপবোধে নিরন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ঘটনাক্রম যতই এগোয় ততই তাঁর কাছে স্পষ্ট হতে থাকে সন্দীপের চোখ দিয়ে দেখা জাতীয়তাবাদী স্বপ্নের মধ্যে থাকা মিথ্যাচার ও প্রতারণাগুলি। কিন্তু বিমলার আত্মোপলব্ধির মুহূর্তটি আসে অনেক মূল্য উসুলের শর্ত নিয়ে। বিমলা হারিয়ে ফেলে অথবা উন্মূল হয়ে যায় তার 'ঘর' এবং 'বাইরে'র নিখিল বিশ্ব থেকে। সে ছাড় পায়না তাঁর স্বামীর চরম পরিণতির দায় থেকেও। জাতীয়তাবাদী প্রেমিক সন্দীপের প্ররোচনায় ছড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িক হিংসা কেড়ে নেয় নিখিলেশকে, নিখিলেশের এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের তরফ থেকে বিমলার নরমাংসভোজী প্রবৃত্তি-কেই দায়ী করা হয়। আসলে বিমলা স্বয়ং-ই যেন হয়ে ওঠেন সেই ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষিত যার অন্তর্বিশ্ব এবং বহির্বিশ্ব (অর্থাৎ চেতনা ও অনুশীলন) উপনিবেশবাদী এবং জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। আসলে মতাদর্শগত কাঠামো

আমাদের যে আপাত স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি দেয় তাকেই কবি ভারসাম্যহীন করে তোলেন মূলতঃ আমাদের চেতনার একেবারে মূলে আঘাত করে, যে আঘাত প্রয়োজন দেশপ্রেমের পরিচিত আঙ্গিক ও 'বিষয়ীর' সমাজ নির্দিষ্ট অবস্থান বিষয়ে আমাদের সন্দিগ্ধ করে তুলতে। উপন্যাসটি আমাদের ভাবিয়ে তোলে এবং দেখায় যে কিভাবে দেশমাতৃকা বা প্রকৃতির মত স্ত্রীলিঙ্গ চিহ্নিত প্রতীক গুলিকে দখল করার মধ্যে দিয়ে এক আত্মরতিমূলক অনুপ্রবেশসর্বস্ব বীক্ষা নির্মাণ করে জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদী কর্মসূচীর অগ্রাধিকারগুলিকে (priorities) পরিপূরণের জন্য কিভাবে ব্যবহৃত হয় নারীর যৌন পরিচিতি। কিভাবেই বা নারী পুরুষতান্ত্রিক অভিসন্ধিতে ও যুক্তিকাঠামোয় অজান্তেই সামিল হয়ে যায়। কিভাবে চলে 'interpellation' বা মতাদর্শগত ভ্রান্তশনাক্তকরণের রাজনীতি, যা নারীর ভিতর ভ্রান্ত বিষয়ী চেতনার জন্ম দেয়। কিভাবেই বা ব্যবহৃত হয় 'প্রেম' বিকৃত উদ্দেশ্যসাধনের পন্থা হিসেবে, এবং সর্বোপরি কিভাবে পুরুষতান্ত্রিক ম্যানিপুলেশনে বিধ্বস্ত হয়ে যায় 'ঘর' ও 'বাইরে' কে নিয়ে তৈরি হওয়া নারীর নিখিল বিশ্ব।

(৫)

'যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, একথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা, দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়, দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে, জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে।'[১৮] সন্দীপের এমন দাবীর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সেই পৌরুষ আশ্রিত আগ্রাসন যা কেবল অধিকারের আর লুণ্ঠনের ভাষা রপ্ত করেছে। যা আত্মস্থ করেছে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার যুক্তিটি। আসলে পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের নৈতিক দেউলিয়াপনা এবং 'ক্ষমতা' প্রশ্নে তার মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতা সন্দীপের ভাবনাচিন্তাগুলির মধ্যে দিয়ে যেমন প্রকাশিত হয়, তেমনই তা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সেই মাত্রাটিকে তুলে ধরে যা 'নারী' বা প্রকৃতিকে অধিকার করার মধ্যে দিয়ে হৃত পৌরুষ পুনরুদ্ধারের প্রজেক্টটিকে নৈতিকভাবে প্রশ্ন করে না। আর অক্লেশ্লেই লিঙ্গ-পক্ষপাতী পূর্বতঃসিদ্ধগুলিকে চাপিয়ে দেয় 'প্রকৃতি' তথা 'নারীর' উপর। যেমন বলে সন্দীপ, 'প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু সে দস্যুর কাছে, কেননা চাওয়ার জোর নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালোবাসে।'[১৯] প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রাধান্যশীল মতাদর্শ যেভাবে 'বিষয়ীতা' (Subjectivity) নির্মাণ করে তাতে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে পুরুষতান্ত্রিক 'বাইনারি'গুলিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলতঃ বিষয়ী হিসেবে সেগুলিকেই আত্মস্থ করে ফেলে তারা। একটি যৌক্তিক ও সবিচারলব্ধ দূরত্ব থেকে প্রশ্ন করার অভ্যাস-ই তৈরি হতে দেয়না মূলস্রোত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। তাই স্বামী নিখিলেশের পৌরুষ প্রসঙ্গে বিমলার মনেও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কারণ পৌরুষের পিতৃতান্ত্রিক সংজ্ঞার সাথে তা মেলে না। বিমলার আত্মকথায় তাই আমরা পাচ্ছি এমন স্বীকারোক্তি, 'আমার মনে হত, ভালো হবার একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়.. অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি আর একটু মন্দ হবার তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।'[২০] তার পিতৃতান্ত্রিক অভ্যস্ততার এই ছকটিকেই আমূল নাড়িয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। উপন্যাসের অন্যতম মূল চরিত্র নিখিলেশ পৌরুষাশ্রিত অধিকার, অনুপ্রবেশ আর লুণ্ঠণের বাইরে গিয়ে চিনতে চান তার জীবনের নারীটিকে হয়তো বা তাঁর দেশকেও।

ঘরকন্নার বাইরে এসে বিশ্বটুকু চিনে নেবার জন্য নিখিলেশ বিমলাকে উদ্দীপ্ত করতে চান। বিমলার আত্মকথার মধ্যেই বিষয়টিকে আমরা পাই এইভাবে, 'তিনি বলতেন, যে পেটুক মাছের ঝোল ভালোবাসে সে মাছটাকে কেটেকুটে সাঁৎলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভর্তি করতে চায় না সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে- তারপরে যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাইনি, কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্য ছেঁটে ফেলে নষ্ট করিনি। আস্ত পাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।'[২১]

ঔপনিবেশিক স্তরে 'দাম্পত্য'কে যখন কিছু সুনির্দিষ্ট পুরুষতান্ত্রিক নীতিমানে (normative values) বেঁধে ফেলতে চেয়েছে উপনিবেশকারী ও উপনিবেশায়িত পিতৃতন্ত্র তখনই কবি সেই নীতিমানগুলির বৈধতাকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করান। প্রাবন্ধিক ঋতু সেন চৌধুরী প্রসঙ্গত লিখছেন, 'Ghare Baire demystifies and deflates the theme of conjugality. The predictable notion of conjugality gets fissured in the novel and traverses a range of relationships tainted by the shades of class, religion, morality love, sexuality, patriotism and nationalism.'[২২]

দাম্পত্য বিষয়ে নিখিলেশ এবং বিমলার যাত্রাপথ আলাদা। বিমলার কাছে 'আত্মসমর্পণ' এবং 'পূজা' যদি দাম্পত্যের কাঙ্ক্ষিত ভাষা হয়ে থাকে, তবে নিখিলেশের কাছে তা পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন এবং আদর্শ সখ্যতার। দুজনেরই দাম্পত্য যাত্রার সূত্রপাত কিছু বিশিষ্ট 'ধারণা' নিয়ে। ধারণাগুলির প্রতি মোহাচ্ছন্নতার অবসান এবং আবারও একটি অনিশ্চিত মুহূর্তে মুখোমুখি হওয়া এই উপন্যাসের অন্তিম পরিণতি। আর এই পরিণতি কবিকে স্বতন্ত্র করে দেয়, স্বতন্ত্র করে দেয় জাতীয়তাবাদী তথা পুরুষতান্ত্রিক সেই প্রকল্প থেকে যা দাম্পত্যকে চিহ্নিত করতে চায় কিছু পুরুষতান্ত্রিক নীতিমান দ্বারা। হৃদয়বত্তা এবং মানবপ্রেমের নিরিখে মূল্যায়িত না হওয়া নারী-পুরুষের সম্পর্ককে যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক সারবত্তাবাদের নিরিখে বৈধতা দিয়েছে মূলস্রোত, তখন তার বিপরীতে ভালোবাসাকেই বেছে নিয়েছেন কবি, দাম্পত্যের অস্থিতিশীল রূপরেখাকে চিহ্নিত করতে। এই দাম্পত্যের চেহারাটি উর্দ্ধার্ধঃ সম্পর্কের চিরন্তন নিরিখ বা দখলের ভাষা ভিত্তিক নয়। বরং চির-নির্ণীয়মান, অনির্ধারিত এবং সম্পর্ক ভিত্তিক বা সাম্পর্কিক। আর এখানেই কবির স্বাতন্ত্র্য। কারণ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে ভালোবাসা বা প্রেমজ সম্পর্কগুলি হয়ে ওঠে বিকৃত, হিংসাশ্রয়ী এবং সংকটাপন্ন। যেমন বলছেন তনিকা সরকার, 'narrative of Hindu marriage could no longer use the language of love, it had been re-written in the language of force and pain.'[২৩] গভীরতর পাঠে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি লিঙ্গরাজনীতি ও জাতীয়তাবাদের আরেকটি সাম্পর্কিক জটিলতাকেও তুলে ধরে সেটি হল সংকীর্ণ উদ্দেশ্যসাধনে জাতীয়তাবাদী আবেগকে উস্কে দিতে 'নারী'-র আদর্শায়ন। বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ সেই জটিল রাজনৈতিক ম্যানিপুলেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট করেন যা প্রথমে 'বিষয়ী'কে সমাজ আরোপিত একটি লিঙ্গ পরিচিতির সাথে বেঁধে ফেলে এবং তারপর সংকীর্ণ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাকে নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক সারসত্তায় বিজারিত করে। আর এরই মাধ্যমে আসলে চলতে থাকে মতাদর্শগত ভ্রান্ত শনাক্তকরণ বা interpellation। ফলতঃ ব্যক্তি নিজেকে বিষয়ী হিসেবে গণ্য করতে থাকে যদিও কাঠামো ও মতাদর্শ তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হরণ করে নেয়। ঠিক যেমনভাবে বিমলা আদর্শায়িত হয় 'দেবী'রূপে, 'দেশমাতৃকারূপে', এমনকি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 'মক্ষীরাণী' হিসেবে। সুচতুর সন্দীপ বিমলাকে বিমুগ্ধ করে ফেলে, তার ভিতর জন্ম দেয় ভ্রান্ত বিষয়ী চেতনা যার বুদ্‌বুদ্‌ অস্তিত্ব-অচিরেই প্রমাণিত হয়। কিভাবে সন্দীপের ম্যানিপুলেটিভ জাতীয়তাবাদী স্তুতির মধ্যস্থতায় বিমলার মধ্যে জেগে ওঠে এক ভ্রান্ত বিষয়ী চেতনা, সে বিষয়ে বিমলার আত্মকথায় আমরা পাচ্ছি, 'আমি পারি, সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্যশক্তি এসেছে সে এমন একটা কিছু যাকে ইতিপূর্বে আমি অনুভব করিনি, যা আমার অতীত। আমার অন্তরের মধ্যে এই যে একটা বিপুল আবেগ হঠাৎ এল এ জিনিস কী' সে নিয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা ওঠবার সময় ছিলনা। এ যেন আমারই অথচ এ যেন আমার নয়, এ যেন আমার বাইরেকার, এ যেন সমস্ত দেশের। এ যেন বানের জল, এর জন্য কোনো খিড়কির পুকুরের জবাবদিহি নেই... তিনি (সন্দীপ) কেবলই বলতেন আমরা পুরুষরা কেবলমাত্র ভাবতেই পারি, কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের আর ভাবতে হয় না। মেয়েদেরই বিধাতা মানস থেকে সৃষ্টি করেছেন আর পুরুষদের তিনি হাতে করে হাতুড়ি পিটিয়ে পড়েছেন। শুনতে শুনতে আমার বিশ্বাস হয়েছিল আমার মধ্যে সহজবুদ্ধি সহজ শক্তি এতই সহজ যে আমি নিজেই এতদিন তাকে দেখতে পাইনি।'[২৪]

মোহাচ্ছন্ন করার এই মনস্তাত্ত্বিক রাজনীতিকে কবি ফুটিয়ে তোলেন বিমলা ও সন্দীপের প্রেমপর্বটির অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে। আসলে 'অন্দর' থেকে 'বাহির' এবং আবারও 'অন্দরে' প্রত্যাবর্তনের যে করুণ কাহিনি রবীন্দ্রনাথ

শোনান তা, জাতীয়তাবাদী ম্যানিপুলেটিভ রাজনীতির শিকার বিমলার জন্য 'ভূতগ্রস্থতার' অবসানে এক মৃতপ্রায় বিষয়ীগততাকেই অবশিষ্ট রেখে যায়। তাই সে উচ্চারণ করে, 'সেই অপদেবতা একদিন রাঙা মশাল হাতে করে এসে আমাকে বললেন, আমিই তোমার দেশ, আমিই তোমার সন্দীপ, আমার চেয়ে বড়ো তোমার আর কিছুই নেই, বন্দেমাতরম্। আমি হাতজোড় করে বললাম, তুমিই আমার ধর্ম, তুমিই আমার স্বর্গ, আমার যা-কিছু সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেব। বন্দেমাতরম্।'[২৫]

প্রতীকী এমনকি আক্ষরিক অর্থে পারিবারিক ও গণপরিসরগত সীমাকে অতিক্রম করে নিজের যৌন ও বৌদ্ধিক আকাঙ্ক্ষাগুলির পূরণ করতে চাওয়া বিমলা শেষপর্যন্ত জাতীয়তাবাদী যুক্তিকে অনুসরণ করে প্রেমিক সন্দীপকে যেমন সংশোধন করতে পারেনা, তেমনই পারেনা নিখিলেশকে বাঁচাতে। বিমলা বুঝতে পারে নিজেকে ভ্রান্তভাবে শনাক্তকরণের অমার্জনীয় ত্রুটি। বিমলার আত্মকথনে ঝরে পড়ে সেই হতাশা, 'আজ কি তরা বলতে চায় এ সমস্তই মিথ্যে কথা? আমার মধ্যে যে দেবী আছে ভক্তকে বরাভয় দেবার শক্তি তার নেই? আমি যে স্তবগান শুনেছিলুম যে গান শুনে স্বর্গ হতে ধুলোয় নেমে এসেছিলুম, সে কি ধুলোকে স্বর্গ করবার জন্যে নয়? সে কি স্বর্গকেই মাটি করবার জন্যে?'[২৬]

বিমলার প্রেম সঞ্জীবনী হয়ে উঠতে পারেনা। সে গৃহপরিসর এবং গণপরিসরকে উজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হয়, যে উজ্জীবনের স্বপ্ন তাকে দেখিয়েছিল তার জাতীয়তাবাদী প্রেমিক সন্দীপ।

নারীর ব্যবহার, বিতাড়ন, 'বিষয়ী' হিসেবে নারীর উদ্দেশ্যবাদী নির্মাণ এবং বিষয়গুলির সাথে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক উন্মোচনের সাথে সাথে উপন্যাসটি সম্ভবতঃ 'গৃহপরিসর' ও 'বহির্বিশ্ব', 'প্রাইভেট' এবং 'পাবলিক', 'যুক্তি' ও 'আবেগ', পুরুষোচিত ও নারীসুলভ এই প্রতিটি দ্ব্যণুকবিভাজন বা বাইনারিগুলিকেই প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করায় এবং এগুলির সুস্থিত বায়ুনিরুদ্ধ কক্ষবদ্ধতাকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত অ-হ্রস্বনীয়ভাবেই রাজনৈতিক উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' যে বিকল্প রাজনীতির ইঙ্গিতগুলিকে বহন করে নিয়ে আসে তা একদিকে যেমন পৌরুষ ও বাহুবলকেন্দ্রিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনার একটি আপোষহীন ক্রিটিক গড়ে তোলে, তেমনই যথেষ্ট সমস্যায়িত করে তোলে সেই পৌরুষপ্রধান যুক্তিকাঠামোকে যা 'জাতীয়তাবাদ' এবং 'পুরুষতন্ত্র' উভয়ই তাদের নিজের নিজের অবস্থান থেকে সযত্নে লালন করে এসেছে। রবীন্দ্রগবেষকদের একটি বড় অংশ এই মত পোষণ করে থাকেন যে, উন্নয়ন ও পুনর্গঠন প্রশ্নে নিখিলেশের যে অবস্থান তা কবি অবস্থানেরই বিবৃতি। কিন্তু জাতীয়তাবাদের মত একটি উত্তপ্ত বয়ানের বিপরীতে কবির রাজনীতি অনেক আত্মসমাহিত ও অপ্রমত্ত। অপ্রাপ্তমনস্কতায় এই রাজনীতি তাৎক্ষণিক জয় ও যশ লোভে লালায়িত নয়। বরং এই বিকল্প রাজনীতির যুক্তিগুলি অনেক গভীর। সে কারণেই হয়তো সুমিত সরকার এর মত ব্যক্তিত্বরাও নিখিলেশ চরিত্রটিকে বড্ডবেশী 'নৈরাশ্যময়' ও নিষ্ক্রিয় বলেই মনে করেন। সুমিত সরকারের ভাষায় 'a voice crying in the wilderness, as recognized implicitly in Ghara Baire whose noble but quite ineffective and isolated hero Nikhilesh stands in significant contrast to the optimistic ending of his earlier novel Gora.'[২৭] সরকারের এমত দাবীকে অবশ্য পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে পারেননি সমীর দয়ালের মত বিশ্লেষকরা। দয়ালের মতে, নিখিল আসলে তার জাতীয়তাবাদ উন্মত্ত সমকাল থেকে অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন, এবং তার মানব প্রেমাশ্রয়ী আধুনিক রাজনীতির সাথে তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী পুরুষের মাতৃভূমি উপাসনা উন্মত্ত আবেগ খুব সাজুয্যপূর্ণ ছিলনা। যদি ধরে নিই নিখিলেশই কবির কণ্ঠস্বর তবে বুঝতে অসুবিধা হবেনা যে নিখিলেশও কবির-ই মত 'কৌমস্বাতন্ত্রবাদের' উপর স্থান দিয়েছিলেন 'কৌম'কে। তৈরি করতে চেয়েছিলেন এমন এক বিকল্প ভারতীয় অস্মিতাকে যা আলোকপ্রাপ্ত, উদার এবং আধুনিক। যদিও এই আধুনিকতা প্রচলিত অর্থে পশ্চিমী আধুনিকতা নয়। জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপের সাম্পর্কিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন যে, অন্দর ও বহির্বিশ্বের মধ্যে বিভাজন, প্রেমের ব্যক্তিগত ও সামাজিক তথা নৈতিকতার ব্যক্তিক ও

সর্বজনীন অনুশীলনের পরিসরগুলি পৃথক পৃথক নয় এবং এগুলির মধ্যে কোনও স্পষ্ট বিভাজিকা টানাও সম্ভব নয়। আসলে নারীবাদের চিরাচরিত স্ট্র্যাটেজিগুলি দিয়ে উপন্যাসটিকে বিনির্মাণ করা যায় না। কারণ জাতীয়তাবাদের পৌরুষ আশ্রিত অনৈতিক চেহারাটি উন্মোচিত করলেও উপন্যাসটি বিমলাকে তার ভরকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেনা, করে নিখিলেশকে। কারণ বিমলাও প্রাথমিকভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ প্রকরণের গভীর ম্যানিপুলেশনের শিকার হয়, এবং প্রশ্ন করে না জাতীয়তাবাদী আবেগাশ্রিত হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির পূর্বতঃসিদ্ধগুলিকে। রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই 'প্রেমকে' সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তি হিসেবে উদযাপন করে। যদিও সেই শক্তির অনুশীলন মূলস্রোত জাতীয়তাবাদী যুক্তি কাঠামোকে অনুসরণ করে কোনও নারী চরিত্রের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়না। সম্পাদিত হয় এমন এক পুরুষের মধ্যস্থতায় যাকে উপনিবেশকারী এবং উপনিবেশিত উভয়ের জাতীয়তাবাদী সন্দর্ভেই দেখা হয়েছে নারীসুলভ আবেগসর্বস্ব বাঙালীবাবু হিসেবে। অর্থাৎ লিঙ্গচিহ্নের ভিত্তিতে বিভাজিত জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে কবি এক অভাবনীয় সংকটের মুখে দাঁড় করান, সেখানে তথাকথিতভাবে 'নারীসুলভ' চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি অক্লেশে ধারণ করে থাকে এক পুরুষ। কিন্তু মূলস্রোত পুরুষতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি কিভাবে দেখে নিখিলেশকে? যে নিখিলেশ কোনওদিন বিমলার উপর স্বামীসুলভ প্রাধান্যবিস্তার করতে যায়নি। জাতীয়তাবাদী প্রেমিক সন্দীপের তুলনায় যাকে বিমলার অনেক ক্ষীণদীপ্ত পুরুষ মনে হয়েছে। নিখিলেশের এমন অবস্থানকে পুরুষতান্ত্রিক চশমা দিয়ে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে বেশ নিষ্প্রভ মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরতর বিশ্লেষণে মূলস্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এবং প্রকৃত নৈতিক অনুশীলনে আত্মনিয়োজিত এই যোদ্ধাটি আরও একবার 'বিজয়ী' সন্দীপের নৈতিক দেউলিয়াপনাকে স্পষ্ট করে দেয়। প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও জাতীয়তাবাদী স্বদেশ অনুরাগকে অতিক্রম করে নিখিলেশ বারবারই বিমলার যৌন ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরই বিপরীতে সন্দীপ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে বিমলার জাতীয়তাবাদী অবস্থানের প্রতি মোহগ্রস্থতাকে কাজে লাগিয়েছে। প্রাবন্ধিক সমীর দয়াল প্রসঙ্গত বলেন 'Flouling convention and nationalist piety, he (Nikhilesh) explicitly grants and repeatedly affirms Bimals' sexual and intellectual freedom, while Sandip seeks to gain personally from Bimals' infatuation with his bloated love of country.'[২৮]

কাহিনির পরিসমাপ্তিতে নিখিলেশের পরিণতি আপাতভাবে এক দুর্বল, অক্ষম জমিদারের সেই পরিণতি যা মূলস্রোতের কাছে খুব অপ্রত্যাশিত নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, আপাতভাবে অত্যন্ত নিরীহ অ-প্রমত্ত নিখিলেশের এই পরিণতি কি তার অন্তিম অবিবেচক, বাস্তবজ্ঞান বর্জিত হঠকারী সিদ্ধান্তরই ফল নয়? নইলে দাঙ্গাবিধ্বস্ত উন্মত্ত পরিস্থিতিতে নিরস্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের বাঁচাতে তাদের জমিদার প্রভু সম্পূর্ণ নিরস্ত্রভাবে ঘোড়ার পিঠে সম্যক সমরে অবতীর্ণ হবেন কেন? এই উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে কি কবি সেই 'নারীসুলভ' 'বাস্তববিচ্ছিন্ন' বাঙালীবাবুর ভূমিকাই নিখিলের জন্য বরাদ্দ করলেন না? যে হঠাৎ-ই তার পৌরুষকে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রজাদের রক্ষক হিসেবে কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত এক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে? কিন্তু গভীরতর বিশ্লেষণে এমন এক অন্তিম সিদ্ধান্ত আমাদের সম্বিত ফেরানোর সেই মুহূর্তে নিয়ে আসে যেখানে তাঁর নিরস্ত্র প্রতিরোধ আসলে এক চরম নৈতিক আত্ম-অনুশীলনের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দেয়। নিখিলের অন্তিম সিদ্ধান্তটি যে কেবল তাকে নৈতিকভাবে অত্যন্ত সক্ষম এক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করল তাই নয়, একইভাবে 'প্রেম'-কে লিঙ্গচিহ্নিত বর্গ হিসেবে তুলে ধরার মূলস্রোত রাজনীতিকেও তা যেন এক চ্যালেঞ্জ জানায়।

নিখিলেশের জীবনে যে কঠোর 'প্রেমের' অনুশীলন তা যেন আরও একবার স্পষ্ট করে দিতে চাইল যে 'প্রেম' কেবল 'নারীসুলভ' আবেগ নয়, এমনকি তা দাড়িয়ে নেই 'যুক্তি' বা 'রাজনীতির' মত 'পুরুষসুলভ' বর্গগুলির বিপরীতে। একদা লাকাঁ বলেছিলেন যে ego বা অদস্ এবং আদর্শ (ideal) এর উপরিপতনের ফলশ্রুতি মারাত্মক। যেন প্রায় সেই ভবিষ্যতবাণীকেই পুনরাবৃত্ত করে নিখিলেশ। নিখিলেশ তার অন্তিম আচরণে পৌঁছে যায় সেই কাঙ্ক্ষিত আদর্শের কাছে যাকে আপাতভাবে যাকে মনে হতে পারে আত্মহনন। কিন্তু যতই আমরা উপন্যাসের

গভীরে অবগাহন করি ততই আমরা বুঝতে পারি নিখিলের এ এক চরম উত্তরণ, যেখানে সে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে প্রভু কল্পিত 'বাঙালীবাবু' নন, সন্দীপের কাছে 'আদর্শ' 'স্বদেশী' বন্ধুটি নন এমনকি বিমলার প্রার্থিত পুরুষোচিত স্বামীটিও নন, বরং সে নিজেই নিজের আদর্শে উত্তরিত এক 'বিষয়ী'। আসলে নিখিলেশ আমাদের এক নাছোড় অস্বস্তির ভিতর নিয়ে যায়। নিখিলেশর কথা বলে না ঔপনিবেশিত জনসমাজে কাঙ্ক্ষিত জমিদার প্রভুর মত, কথা বলেনা জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিজাড়িত দেশপ্রেমিকের মত, কথা বলেনা ঔপনিবেশিক বা দেশীয় পুরুষতন্ত্রের নীতিমানগুলিকে বৈধতা দেওয়া মূলস্রোতের ভাষায় সে কথা বলে এক বিকল্প স্বদেশ চেতনার। এক বিকল্প মানবতাবাদের ভাষায়। যা দীপায়নজাত মানবতাবাদ নয়। নিখিলেশ একইসাথে ভারসাম্যহীন করে দেয় লিঙ্গ পরিচিতির চিরন্তন মানদণ্ডগুলিকে। 'পৌরুষ' ও 'নারীত্বে'র বাইনারি বিভাজন কোথায় যেন অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠে। এই নিখিলেশের বিপরীতে সন্দীপকে নৈতিকভাবে বড় বেশি ভঙ্গুর মনে হয়।

(৬)

প্রশ্ন উঠতে পারে, মিথ্যাচার, অনৈতিকতা ও স্ববিরোধীতায় পূর্ণ জাতীয়তাবাদের স্বরূপ উন্মোচন তথা বিষয়টির লিঙ্গপক্ষপাতী চরিত্রকে শনাক্ত করেই কি রবীন্দ্রনাথ থেমে যান? অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক অবস্থানটি কী সম্পূর্ণ প্রতিরোধহীন একটি অবস্থান? এখানেও উত্তর দিতে হবে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করেই (যেমন বলেন সমীর দয়াল বা আশিষ নন্দীর মত বিশ্লেষকরা)। কারণ প্রতিরোধের ভাষা এখানে কর্কশ বা মারমুখী নয়। এখানে প্রতিরোধ দাড়িয়ে আছে কিছু গভীর বিশ্বাসের উপর (যার প্রতীক নিখিল, মাস্টারমশাইয়ের মত চরিত্রগুলি)। আর এই বিশ্বাস মানবপ্রেমে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে 'প্রেম' একদিকে যেমন পরমভাবেই ব্যক্তিগত, তেমনই আবার সেই 'প্রেম'ই সমগ্র মানবজাতিকে আবৃত করে রাখা এক নৈতিক-সামাজিক আচ্ছাদন ও বটে যা লোভ, স্বার্থ সংকীর্ণতা এবং সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতার বিপরীতে এক বিপুল সম্ভাবনাময় শক্তি ও স্পর্ধা। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে বিকল্প রাজনীতির ভাষা হিসেবে প্রেমকে সান্দর্ভিকভাবে পুনরুদ্ধার ও পুনঃস্থাপন করতে চান এবং দেখাতে চেষ্টা করেন যে, রাজনীতি, সমাজ ও নৈতিকতার প্রশ্নে এই বিকল্প দৃষ্টিকোণ ভারতবর্ষকে এক নয়া ভূমিকা প্রদান করতে সক্ষম। আর এটি-ই শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী ক্ষমতাকেন্দ্রিক বিশ্বরাজনৈতিক সমীকরণকে বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করতে পারবে। আসলে ভারতবর্ষ তথা এশিয়া যে কেবল পশ্চিমের 'Civilization other' নয় তা আরও একবার এই বিকল্প চেতনার আলোকেই কবি দৃঢ়ভাবে জনিয়ে দিলেন। বিকল্প রাজনীতির ভাষা হিসেবে 'প্রেম' এর এহেন ধারণার সাথে গভীর সম্পর্ক আছে 'সহানুভূতি' নামক আবেগটির। কবি এক্ষেত্রে সহানুভূতির আভিধানিক তাৎপর্যকেই গুরুত্ব দিতে চান, যা বলে সহানুভূতি আসলে 'Suffering with'। রবীন্দ্রভাবনায় মানব ঐক্যের যে সুরটি অনুরণিত হয় তা অনুভব করার জন্য এই 'সহানুভূতি' বা 'সহৃদয়তা' বিশেষভাবে প্রয়োজন কারণ এই গুণটি যেকোনও বস্তুবাদী সমীকরণের বাইরে হৃদয়জ সম্পর্ককে স্থাপন করতে সক্ষম। বিকল্প রাজনীতির ভাষা হিসাবে 'প্রেম', 'সহৃদয়তা', 'সহানুভূতি'-র এই পুনঃস্থাপনই কবিকে ক্ষমতা, লাভজনকতার যুক্তি আশ্রিত মূলস্রোত রাজনীতির বাইরে এনে ফেলে।

প্রাবন্ধিক সমীর দয়াল বলেন, 'There is a contemporary relevance in Tagore's problematization of nationalism and repositioning of Asia on the basis of worldview in which sympathy has a core value rather than profit or powers.'[২৯] রবীন্দ্রনাথ সমাজজীবনে বরাবর 'প্রেম' এর প্রাসঙ্গিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। আসলে প্রেমকে তিনি সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক সন্দর্ভগুলির সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সংস্কারক হিসেবে দেখেছিলেন। গভীরতর বিশ্লেষণে কবির প্রেম সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ এমন এক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিকল্প দৃষ্টিকোণ দিতে পারে যা আমাদের 'ব্যক্তিগত' ও 'অ-রাজনৈতিক' বর্গ হিসেবে প্রেম বা প্রেমজ সম্পর্ককে দেখার মূলস্রোত দর্শনকে ভেঙে দেয় বা তার একটি বিপরীত ভরকেন্দ্র নির্মাণ করে। প্রেমকে ব্যক্তিক স্তর থেকে উন্নীত করে তাকে বৃহত্তর রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষিতে স্থাপন করার এই যে মৌলিক কবি প্রয়াস তা

সাম্প্রতিককালেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মূলস্রোত জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির চাপে আজ যখন প্রান্তিক বা পিছিয়ে পড়া কৌমগুলি আর সে অর্থে কাঙ্ক্ষিত সুরক্ষা পাচ্ছে না, এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি মূলস্রোত জাতীয়তাবাদের চাপে খণ্ডিত, প্রান্তীকৃত ও বিলুপ্ত প্রায়, তখন ঠিক সেই সময়ই রাবীন্দ্রিক অবস্থানটি তাদের নৈতিক সমর্থন জুগিয়ে যেতে পারে। কারণ মানবিক আবেগ বিবর্জিত বিমূর্ত আধিপত্যকারী যেকোনও শক্তির প্রতিই কবির রয়েছে এক গভীর সংশয়। অথচ বিকল্প রাজনীতির যে ধারাকে রাবীন্দ্রিক অবস্থান থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তাকে তার আপাত গঠনাত্মক ভঙ্গুরতার কারণে প্রান্তীকৃত করার একটি প্রণবতা থেকেই যায়। সমীর দয়ালের মত বিশ্লেষকেরা মনে করেন যে পৌরুষ ও বাহুবল সম্বলিত ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার ছাঁদে গড়ে ওঠা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাপেক্ষে কবির স্বদেশ চেতনাকে বড়ই রুগ্ন ও আবেগতাড়িত মনে হতে পারে। এমনকি সমকালীন বিশ্বে 'আধুনিকতা'কে যেভাবে পশ্চিমের সাথে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হতে দেখা যায় তার সাথেও আধুনিকতা বিষয়ে কবি অবস্থানকে হয়তো মেলান সম্ভব হবেনা। কারণ কবি আধুনিকতাকে কোনওভাবেই সর্বজনগ্রাহ্য ও সমসাত্ত্বিক বয়ান হিসেবে চিহ্নিত করেননি, বরং আধুনিকতা তাঁর কাছে এক দর্শন যা সাংস্কৃতিকভাবে ও ঐতিহ্যগতভাবে বিষম সাত্ত্বিক। ফলতঃ অতীত থেকে বর্তমান বা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে পা দেওয়ার পথটিকে কবি পশ্চিম নির্দেশিত আধুনিককীকরণের অনুষঙ্গে কল্পনা করতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। 'প্রগতি', 'আধুনিকতা' 'উন্নয়ন'র নামে যে আত্মরতিমূলক পশ্চিমী উন্মত্ততা তার বিপরীতে কবি স্থাপন করেন 'প্রেম'-এর মত একটি ধারণাকে, এবং একেই তিনি বিকল্প নৈতিক-রাজনৈতিক পরিভাষা রচনায় কাজে লাগাতে চান। কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করেন প্রেম-ই সেই বিকল্প পথ যা আত্ম-র সংকীর্ণতা পেরিয়ে গিয়ে চিন্তা ও কর্মের অপর সম্বন্ধীয় চেতনায় আমাদের উত্তরিত করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Nationalism পুস্তিকায় প্রসঙ্গত বলেন, 'those who are gifted with the moral power of love and vision of spiritual unity… and the sympathetic insight to place themselves in the position of others will be the fittest to take their permanent place in the age…lying before us, and those who are constantly developing their instinct of fight and intolerance of aliens will be eliminatied.'[৩০] বিশ্বমানবিক সত্তার মধ্যে থাকা আধ্যাত্মিক ঐক্য এবং সে ঐক্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ধৈর্য, উদারতার যে অনুশীলন তাকে ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই খুঁজে পান রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান 'পূর্ব' ও 'পশ্চিমে'র মধ্যে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মধ্যস্থতার সম্ভাবনা, যে মধ্যস্থতার ভাষাটি হল প্রেম, সহৃদয়তা, সহিষ্ণুতা ও উদারতা। আর এভাবেই তিনি পুনঃসংজ্ঞায়িত করতে চান রাজনীতিতে। কবির কাছে প্রেমের 'erotic economy' আপ্রাসঙ্গিক নয় কিন্তু তিনি বিষয়টিকে কেবল ব্যক্তিস্তরে বেঁধে রাখতে চান না। বরং তিনি বিষয়টিকে বাহুবল সর্বস্ব ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্কারক হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। প্রেমজ সমীকরণের এমন ব্যবহার অবশ্য আরও অনেক সম্ভাবনাকেই তার সাথে বয়ে নিয়ে এল, যেমন বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট লিঙ্গ পরিচিতি, বিশেষতঃ সেই পরিচিতিগুলির অন্তর্বিশ্বে থাকা দ্ব্যর্থবোধকতাগুলি (ambivalence)। যেমন 'ঘর' ও 'বাইরে'র মত gendered category, যেগুলি অবশ্যই স্ত্রী বা পুং অর্থ ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে সামাজিক পরিচিতি বা অভ্যস্ততা লাভ করেছে। আমরা আলোচনার সময় দেখিয়েছি যে, কিভাবে অভ্যাসের এই চিরন্তন সুস্থিতিকেই ভারসাম্যহীন করেছে কবির রাজনীতি যার ভাষা প্রেম; অথচ যে প্রেম অভ্যস্ত অর্থে লিঙ্গ পরিচিতি/প্রতিষঙ্গের তোয়াক্কা করে না। আসলে আলোকায়নজাত পাশ্চাত্য যুক্তিকাঠামো অনেকক্ষেত্রেই সারসত্তাবাদী অর্থানুষঙ্গকে তাদের বক্তব্য পেশের মূল স্তম্ভ হিসেবে ব্যবহার করে কবি যেন সেই ঐতিহ্য থেকে অনেকটাই সরে আসেন। তিনি দেখান যে, সমাজজীবনে প্রতিটি পরিচিতি (identity), প্রতিটি বর্গ (category) সবই নিবিড় এবং এক ভেদ্য পারস্পরিকতায় লীন হয়ে আছে। তাই public/private, পৌরুষ/নারীত্ব, ব্যক্তিগত/ রাজনৈতিকের পরিসরকে আলাদা করে ফেলা যায়না। আর সে কারণেই রাজনীতিকে পৃথক করে ফেলা যায় না নৈতিকতার 'ব্যক্তিক' বা 'সামাজিক' অনুশীলন থেকে। রবীন্দ্রনাথ দেখান যে, পাশ্চাত্য চেতনার মধ্যে আকৃতি

পাওয়া 'নেশন' আসলে এক স্বেচ্ছাচারী প্রতিষ্ঠান, যে তার বিমূর্ত অস্তিত্ব দিয়ে ভারতবর্ষকে শাসন করছে। এ যেন কে দানবীয় অক্টোপাস, যার অজস্র চোষক সে স্থাপন করেছে স্বদেশী সমাজদেহের গায়ে, আর সেই চোষক দিয়ে সে শুষে নিচ্ছে দূরবর্তী ভবিষ্যতের প্রাণ নির্যাসকে।

প্রেমকে রাজনীতি ও সামাজিক প্রেক্ষিতে পুনঃপ্রসঙ্গায়িত করে কবি যে 'বিশ্বজনীন' নৈতিকতার ধারণাকে জন্ম দিলেন তাকে রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' ধারণার মতই 'সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী' মনে হতে পারে যেমন সমীর দয়াল বলেন, 'Today when universalism of all kind are often thought to be in bad door, Tagore's work stands as a complex instance of an alternative cosmopolitanism that unabashedly promotes an ethical universal, a universal that takes love as its political principles.'[৩১]

মনে রাখা প্রয়োজন যে, পৌরুষকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের যে বিকল্প কবির Pan Asian ঐক্যের চেতনাকে আকার দিয়েছিল তা কিন্তু জাপান, চীন বা ভারতবর্ষে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ থেকে পৃথক। এই ঐক্য বিশ্বমানবতাবাদের সেবায় নিয়োজিত এবং এশিয়া ও বাকি বিশ্বের মধ্যে একধরনের নান্দনিক ঐক্যসূত্র গড়ে তুলতে আগ্রহী। David Kopf প্রসঙ্গত বলেন যে, কবি এক্ষেত্রে হিন্দু সমাজকে বৃহত্তর এশিয় সভ্যতার সাথে একই সূত্রে গ্রন্থিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গ্রন্থন তিনি চেয়েছিলেন মানবপ্রেম, মানবহৃদয় এবং বন্ধুত্বের মধ্যস্থতায়। আর এভাবেই প্রেমকে রাজনীতির বিকল্পভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে কবি যে অবস্থানটিকে ইঙ্গিত করলেন তা জোর দিল 'সম্পর্কে'-র উপর, যে সম্পর্ক উভয়জ, অর্থাৎ যে সম্পর্কে 'নারী' পুরুষ, 'প্রকৃতি-সংস্কৃতি', উপনিবেশিকারী উপনিবেশায়িত, 'পূর্ব-পশ্চিম', 'ঘর-বাইরে', ব্যক্তিগত-সামাজিক-এর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিকতা। যেখানে এদের মধ্যে রয়েছে কথোপকথন এবং কথোপকথন সম্ভাবনা। যেখানে পৌরুষ আর বাহুবলের ভাষা এবং অনুপ্রবেশ সর্বস্ব দর্শন নিয়ে ছিনিয়ে নেয়নি 'অপরের' পরিসর। যেখান দুটি 'পক্ষ' সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অনিবার্য এ সত্যকে সর্বৈবভাবে সমর্থন ও শ্রদ্ধা করা হয়েছে। যেখানে রাজনীতি থেমে যায়নি পক্ষ-প্রতিপক্ষের বাহুবলকেন্দ্রিক অপনয়নকারী সমীকরণে, যেখানে নেতৃত্ব কেবল বাঁধা পড়ে যায়নি ক্রমোচ্চকাঠামোর শৃঙ্খলায়। শুধু তাই নয়, বিশুষ্ক ও যান্ত্রিক ভাবাদর্শ যেখানে গ্রাস করে নেয়নি 'প্রগতি', 'উন্নয়ন'-এর মত সংস্কৃতি সাপেক্ষ নিয়ত পরিবর্তনশীল বিষয়গুলিকে।

তাই পৌরুষ ও প্রতিযোগিতার চেনা ভাষায় যে জাতীয়তাবাদী সন্দর্ভ দাবী করেছিল প্রশ্নহীন আনুগত্য আর বশংবদতা তাকে প্রশ্ন করার স্পর্ধা জুগিয়ে দেন কবি। স্পর্ধা জুগিয়ে দেন সেই নারীবাদী দৃষ্টিকোণটিকে, যে নারীবাদ সারসত্তাবাদের বাইরে এসে 'লিঙ্গ নির্মাণ'-এর রাজনীতিটিকে চিনে নিতে চায়। আর সেই সম্ভাবনাগুলিই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ক্রিটিকের একটি নারীবাদী পাঠ-সম্ভাবনাকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক করে তোলে এবং কথা বলে সেই মানবপ্রেমের ভাষায় যাকে পৌরুষ প্রধান জাতীয়তাবাদ 'নারীসুলভ' 'আবেগাশ্রিত' বলে প্রান্তীক করে রেখেছিল।

সূত্রনির্দেশ:

১. Cesaire, A. (1972). Discourse on Colonialism, Translated by Joan Pinkhamp, pp. 1-24, New York and London, Monthly Review Press.
২. Fanon, F. (2008). Black Skin White Masks, translated by Charles Lam Markman, forwarded by Ziauddin Sardar and Homi K Bhaba, The So-called Dependency Complex of Colonized People, pp. 61-81, England, Pluto Press.

৩. Bhabha, H. (2012). The Location of Culture, 'Of Mimicry and Man : The Ambivalence of Colonial Discourse', pp. 121-131, First Indian Reprint Edition, India, Routledge.
৪. Nandy, A. (1998). *Exiled At Home, The Intimate Enemy*, p. i-vii, Delhi, Oxford University Press.
৫. Chattopadhyay. P. (2011). *The Partha Chattopadhyay Omnibus*, Nationalist Thought and the Colonial World, Nationalism as a problem in the History of Political Ideas, pp. 1-36, Delhi, Oxford University Press.
৬. Bhabha, H. (2012). Op.cit., pp. 123-27
৭. Nandy, A. (1998). Op.cit., p. vii
৮. Tharu, S. and Lalita, K. (eds.), (1991). *Women Writing in India*, Vol. 1, New Delhi, Oxford University Press.
৯. Chattopadhyay. P. (2011). *The Partha Chattopadhyay Omnibus*, The Nation and It's Fragments: Colonial and Postcolonial Histories, Women and the Nation, pp. 135-142, Delhi, Oxford University Press.
১০. Hanlon, R. O'. and Washbrook, D. (1992), 'After Orientalism : Culture Criticism and Politics in Third World', comparative studies in Society and History 34 (1), January Edition, pp. 141-167, Cambridge University Press.
১১. Mcclintock, A. (1995). Imperial Leather-Race, Gender and Sexuality in Imperial Context', London, Routledge.
১২. Sarkar, T. (2001), *Hindu Wife, Hindu Nationalism : Community, Religion and Cultural Nationalism*, pp. 39, Delhi, Permanent Balck.
১৩. Dayal, S. (2007). *Repositioning India : Tagore's Passionate Politics of Love*, Positions, 15:1, p. 183, Quarterly Online Academic Journal, Duke University Press.
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩২২ বঙ্গাব্দ). সবুজপত্র, টীকাটিপ্পনী, অগ্রহায়ন সংখ্যা,
১৫. মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল (১৩২৩ বঙ্গাব্দ), ভারতবর্ষ, পৃ. ৮, শ্রাবণ সংখ্যা
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিপদ (১৩২৪ বঙ্গাব্দ), সাহিত্য, পৃ. ১৪
১৭. মিত্র. বঙ্কিমচন্দ্র (১৩২৬), অর্চনা, ফাল্গুন সংখ্যা, পৃ. ২২
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০৪ বঙ্গাব্দ). রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, পৃ. ৮৬৭, বিশ্বভারতী
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫০
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৮
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৩
২২. Sen Choudhuri, R. (2011). 'Reading Ghare-Baire : Renegotiation Conjugality in the moment of Nationalism', in *Rabindranath Tagore and the Nation : Essays in Politics, Society and Culture*, Swati Ganguly, Abhijit Sen (eds.), pp. 223 Kolkata, Punascha in Association with Visvabharati.
২৩. Sarkar, T (2001), *Hindu Wife, Hindu Nationalism Community, Religion and Cultural Nationalism*, p. 39, Delhi, Permanent Black
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪০৪ বঙ্গাব্দ). রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, পৃ. ৮৭০-৭১, বিশ্বভারতী
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৯

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩২
২৭. Sarkar, S. (1989). *Modern India; 1886-1947*, p. 122-123, USA, India, Palgrave Macmillan
২৮. Dayal, S (2007). Op.cit., p. 190
২৯. Ibid, p. 179
৩০. Tagore, R. (1921). *Nationalism*, p. 101, India, McMillan.
৩১. Dayal, S. (2007). Op.cit., p. 174